জরিপ গবেষণা পদ্ধতিতে প্রশ্নমালা প্রণয়নের গুরুত্ব এবং পদ্ধতিগত আলোচনা ও বিশ্লেষণ

মমতাজ উদ্দিন আহমেদ*

ভূমিকা

বর্তমানে সামাজিক বিজ্ঞানে অনুসৃত গবেষণা পদ্ধতিসমূহের মধ্যে জরিপ পদ্ধতি সর্বাধিক পরিচিত এবং বহুল ব্যবহৃত। একটি অতি বৃহৎ সমগ্রক (Population) কে সরাসরি প্রত্যক্ষ না করে ইহার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্তসংগ্রহের হাতিয়ার হিসাবে জরিপ গবেষণা পদ্ধতি সমাজবিজ্ঞাণীদের কাছে সহজতম এবং র্ভিরযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে সমাদৃত। তবে জরিপ গবেষণার সফলতা এবং কার্যকারিতা যে বিষয়টির উপর চূড়ান্তভাবে নির্ভরশীল তা হচ্ছে সঠিক তথ্যাবলী সংগ্রহ। সমগ্রক থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমনঃ

১. নথিপত্রাদির সূত্র ও পর্যবেক্ষণ (documentary sources and observation) এবং

২. ডাকযোগে অথবা সরাসির সাক্ষাৎকার গ্রহণে (mail questionnaire mJ interviewing) প্রশ্নমালার ব্যবহার।

বর্তমান প্রবন্ধে তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার হিসাবে আমরা প্রশ্নমালা তৈরি এবং এর প্রয়োগের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবো। নমুনা জরিপের মাধ্যমে সমগ্রক থেকে সঠিক তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে হলে একটি নির্ভূল এবং কার্যকর প্রশ্নমালা প্রণয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা একটি সঠিক ও পূর্ণাংগ প্রশ্নমালা তৈরির দক্ষতার উপরই নির্ভর করবে নমুনা জরিপের সফলতা। নিম্নে আমরা প্রশ্নমালা তৈরির বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতিগত দিক ছাড়াও এর প্রয়োগ ও ব্যবহারিক দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

প্রশ্নমালা কি?

জরীপের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর সংগে সংগতি রেখে সতর্কতার সাথে নির্বাচিত একটি সমগ্রকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং কার্যবলী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত

---

*অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হাতিয়ারকে প্রশ্নমালা বলা হয়। এভাবে সংগৃহীত তথ্যাবলী সাধারণত গবেষক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সরকার কর্তৃক প্রশাসনিক কার্য সম্পাদন অথবা পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি ডাকযোগে প্রেরণ অথবা সরাসরি সাক্ষাতকার গ্রহণ উভয় পদ্ধতিতেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। উভয় পদ্ধতিরই তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে।[১] তবে, আলোচ্য প্রবন্ধে পূর্ব–প্রণীত একটি রীতিসিদ্ধ (formal) প্রশ্নমালা ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের উপর আলোচনা নিবদ্ধ থাকবে।

মাঠ জরীপ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার হিসাবে প্রশ্নমালা ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। বিশেষত, প্রাথমিক তথ্য–ভিত্তিক পর্যবেক্ষণধর্মী অথবা পরিচালনার জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন অত্যাবশ্যকীয়। কেননা বৈধ ও গ্রহণযোগ্য ফলাফলের ভিত্তিতে ফলপ্রসূ পরিকল্পনা এবং নীতি প্রণয়নের জন্য পর্যাপ্ত এবং সঠিক তথ্য সংগ্রহ আর্থ–সামাজিক জরীপের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়। তাই নির্ভুল ও পর্যাপ্ত প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগকে সফল করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই একটি উৎকৃষ্ট প্রশ্নমালা প্রণয়নে সচেষ্ট হতে হবে।

প্রশ্নমালা প্রণয়নের সাধারণ নীতিসমূহ

আর্থ–সামাজিক জরিপ গবেষণা পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নমালা প্রণয়নের অনুসৃত সাধারণ নিয়মাবলীকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন (১) প্রশ্ন তৈরি, (২) প্রশ্নের ধরণ ও বিষয়বস্তু এবং (৩) প্রশ্নের ধারাবাহিকতা। সাক্ষাতকার গ্রহণকারী কর্তৃক দক্ষতার সঙ্গে প্রশ্নমালার ব্যবহার, উত্তরদাতা কর্তৃক সহজে প্রশ্নমালার বিষয়বস্তু অনুধাবন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীবৃন্দ কর্তৃক উপাত্তের যথাযথ প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে প্রশ্নমালা প্রণয়নে উপরোক্ত নিয়মাবলীকে নিষ্ঠা এবং সতর্কতার সঙ্গে মেনে চলা বাঞ্ছনীয়। নিম্নে আমরা উপরোল্লিখিত প্রধান তিনটি নিয়মের উপর বিশদ আলোচনা করবো।

প্রশ্ন তৈরি (Formulation of Questions)

একটি প্রশ্নমালা প্রণয়নকালে প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয় হবে এমন একটি কাঠামো উদ্ভাবন করা যার ব্যবহার নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে সাহায্য করবেঃ (১) গবেষণার বিষয়বস্তুকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা এবং অনুধাবন করা, (২) জরিপ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ, এবং (৩) এসকল উদ্দেশ্যসমূহ উত্তরদাতাদের নিকট এমন সহজ ও দ্ব্যার্থহীনভাবে তুলে ধরা যেন তাঁরা সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সঠিক তথ্য প্রদানে উদ্বুদ্ধ হয়। তবে এসব কিছুই বহুলাংশে নির্ভর করে প্রণীত প্রশ্নমালার ধরণ এবং বিষয়বস্তুর উপর।

প্রশ্নমালার ধরণ এবং বিষয়বস্তু

একটি প্রশ্নমালার গঠন বা আকার এর প্রকৃতি এবং শব্দ চয়নের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ। কেননা একটি অবিন্যস্ত প্রশ্নমালা–উত্তরদাতাকে কাঙ্খিত উপাত্তের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে পারে এবং তাকে প্রশ্নমালাটি ফেলে দিতেও বাধ্য করতে পারে। তাই প্রশ্ন তৈরি বা গঠনের ক্ষেত্রে কতিপয় সাধারণ এবং নির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে চলা বাঞ্ছনীয়ঃ

(ক) সাধারণত একটি প্রশ্নমালা বিস্তৃত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়া উচিত। কোন কোন অনভিজ্ঞ গবেষক প্রশ্নমালার আকার অনাবশ্যকভাবে সীমিত রাখতে গিয়ে একই সারিতে অনেকগুলো প্রশ্ন লিপিবদ্ধ করেন অথবা বিভিন্ন উপায়ে সংক্ষিপ্তকরণ (abbreviation) এর উদ্যোগে গ্রহণ করে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে উত্তরদাতা কোন কোন প্রশ্ন অনিচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যেতে বাধ্য হন অথবা সংক্ষেপকৃত প্রশ্নের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

(খ) বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে এমন কতগুলো প্রশ্ন ব্যবহার করা হয় (জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ির ব্যবহার) যেগুলো কেবল নির্দিষ্ট শ্রেণীর উত্তরদাতাদের বেলায় প্রয়োজ্য। এ সকল প্রশ্নকে 'Contingent' অথবা সাপেক্ষিক প্রশ্ন বলা হয়ে থাকে। সাপেক্ষিক প্রশ্ন একটি প্রশ্নমালার ভিতর এমনভাবে সাজাতে হবে যেন তা সহজেই নির্দিষ্ট উত্তরদাতার দৃষ্টিগোচর হয়। সাপেক্ষিক প্রশ্ন সাজানোর একটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

আপনি কি কখনও ধুমপান করেছেন?

☐ হা

☐ না

উত্তর যদি হা হয়, তাহলে দিনে কতবার ধুমপান করেন?

একবার

দুবার

তিন থেকে পাঁচবার

পাঁচবারের অধিক

এক্ষেত্রে, কেবল 'হা' উত্তরদানকারী উত্তরদাতাগণ Contingency প্রশ্নের উত্তর দেবেন এবং অন্যেরা প্রশ্নটি এড়িয়ে যাবেন।

(গ) তৃতীয়ত একটি প্রশ্নমালায় এমন কতিপয় প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলোর ক্ষেত্রে একই ধরনের উত্তর প্রযোজ্য। এ ধরনের প্রশ্ন সমূহকে ম্যাট্রিক্স প্রশ্ন বলা হয়। নিম্নে একটি ম্যাট্রিক্স প্রশ্নের নমুনা প্রদত্ত হলোঃ

বাংলাদেশে এই মুহূর্তে যা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হচ্ছে আইন–শৃঙ্খলা –

সম্ভাব্য উত্তরসমূহ

দৃঢ়তার সংগে একমত	একমত	একমত নই	নিশ্চিত নই

এধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে উত্তরদাতা সহজে বিভিন্ন সম্ভাব্য উত্তরসমূহের মধ্যে তুলনা করতে পারবেন এবং দ্রুত উত্তর প্রদানে সক্ষম হবেন।

উপরে বর্ণিত প্রশ্নমালার বিভিন্ন গঠন প্রণালী ছাড়াও যেকোন ধরনের প্রশ্নমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কতিপয় নির্দিষ্ট নিয়মাবলী অনুকরণ করতে হয়। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

(i) প্রতিটি প্রশ্নের একটি নির্দিষ্ট ও কাঙ্খিত উত্তর লাভ নিশ্চিত করার লক্ষে একটি প্রশ্নের মাধ্যমে একটি বিষয় বা ধারণা বিধৃত হওয়া উচিত। আরও সহজ ভাষায় বলতে গেলে, কোন প্রশ্ন দ্ব্যর্থক হওয়া উচিত নয়। কেননা, একাধিক ধারণা সম্বলিত অথবা দ্ব্যর্থ–বোধক ব্যাখ্যা দেয়া যাতে পারে এমন অস্পষ্ট এবং এলোমেলো প্রশ্নের উত্তরও অস্পষ্ট হতে বাধ্য। এরূপ প্রশ্নের উদাহরণঃ আপনি কি বর্ধিত চাকুরীর নিরাপত্তা এবং বাৎসরিক মজুরি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের ধারণা সমর্থন অথবা বিরোধিতা করেন? 'হা' অথবা 'না' সূচক একক উত্তরের মাধ্যমে এই প্রশ্নের একটি নির্দিষ্ট উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। কেননা উত্তরদাতা 'হা' বা 'না' এর মাধ্যমে চাকুরীর নিরাপত্তাজনিত ধারণা অথবা মজুরি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধায়ক ধারণা সমর্থন করছেন, না উভয় প্রশ্নের 'হা' বা 'না' সূচক উত্তর দিচ্ছেন তা স্পষ্ট করে বলা যাবে না। সুতরাং যদি উভয় বিষয়ের প্রতি উত্তরদাতার সুস্পষ্ট মতামত জানতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দুটো পৃথক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বাঞ্ছনীয়।

(ii) আর্থ–সামাজিক জরিপে যদিও প্রশ্নমালার দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কোন সর্বজন স্বীকৃত সীমারেখা নেই, তথাপি একটি যুক্তিসম্মত সময়কালের মধ্যে উত্তরদাতার নিকট থেকে উপাত্ত সংগ্রহ শেষ করার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশ্নমালা প্রণয়ন করা উচিত। কেননা, প্রশ্নমালা মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘ হলে তা ব্যয়–বহুল হওয়া ছাড়াও উত্তরদাতা এবং প্রশ্নকারী উভয়ের নিকট বিরক্তিকর হতে পারে। উত্তরদাতা সহযোগিতা প্রদানে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন এবং প্রাপ্ত তথ্যাবলী ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে। এ সকল সমস্যাসমূহ এড়িয়ে চলার জন্য প্রশ্নের সঠিক আয়তন বা দৈর্ঘ্য নিরূপনের ক্ষেত্রে পূর্ব–পরীক্ষণ পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া যেতে পারে।

(iii) অধিকাংশ জরিপ প্রশ্নমালার মাধ্যমে বাস্তব ঘটনা, মতামত, অথবা উত্তরদাতার অভিপ্রায় ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালানো

হয়। কাঙ্খিত উত্তরের প্রকৃতি যাই হোক না কেন সকল ক্ষেত্রেই প্রশ্নমালা প্রণয়নের সময় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এই বিষয়সমূহ হলো সম্ভাব্য উত্তরদাতার জ্ঞানের পরিধি এবং গভীরতা, কাঙ্খিত উপাত্তের উৎস সমূহে উত্তরদাতার প্রবেশ–যোগ্যতা এবং উত্তর প্রদানে তার সম্ভাব্য সম্মতি। সুতরাং সম্ভাব্য উত্তরদাতার উত্তর প্রদানের সদিচ্ছা এবং ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই পশ্নমালা তৈরি করা উচিত। কেননা, কাঙ্খিত তথ্য সম্পর্কে উত্তরদাতার অজ্ঞতা কিংবা এর উৎসসমূহে তাঁর প্রবেশাধিকার না থাকলে উত্তরদাতা বিব্রত অথবা বিরক্তিবোধ করতে পারেন অথবা উত্তর প্রদানে সরাসরি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারেন কিংবা ভুল তথ্য প্রদান করতে পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তরদাতা তাঁর অজ্ঞতা ঢেকে রাখার প্রচেষ্টায় নিজেকে অনাবশ্যকভাবে অধিক জ্ঞানী অথবা বিষয়–বস্তু সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও অধিক দক্ষতার অভিনয় করতে উৎসাহী হয়ে উঠতে পারেন।

(iv) প্রশ্ন এমনভাবে তৈরি হওয়া উচিত যেন উত্তরদাতা কোন বিশেষ উত্তর প্রদানে বাধ্য না হয়ে তার ব্যক্তিগত বিবেচনা প্রসূত উত্তর প্রদানে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন এবং একটি যুক্তিসংগত উত্তর প্রদান করেন। উদাহরণ স্বরূপ, ভ্যাট সম্পর্কে একজন উত্তরদাতার মতামত দুভাবে যাচাই করা যেতে পারেঃ (ক) "ভ্যাট সম্পর্কে আপনার অনুভূতি কেমন"? (খ) "আপনি কি মনে করেন আপনি ভ্যাট প্রবর্তনের পক্ষপাতী"? দ্বিতীয় প্রশ্নটি উত্তরদাতার জন্য একটি নির্দেশমূলক প্রশ্ন যার 'হা' উত্তর প্রদানে তাকে অনুপ্রানিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে 'হা' উত্তর প্রদানে উত্তরদাতা তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত ব্যবহার না করে কেবল প্রশ্নের ভাষার সংগে একমত হবেন।

প্রশ্নের শব্দচয়ন

সতর্কতা এবং দক্ষতার সংগে প্রশ্নের শব্দচয়ন প্রশ্নমালা প্রণয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, কেননা, সেক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সহজে উত্তরদাতাকে সহযোগিতা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হবেন। সহজ এবং সাবলীল ভাষায় প্রণীত প্রশ্ন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী স্বাচ্ছন্দ্যে প্রয়োগ করতে পারেন, উত্তরদাতা সহজে বুঝতে পারেন এবং গবেষক কর্তৃক কাঙ্খিত তথ্য প্রদানেও উৎসাহ বোধ করেন।

প্রশ্নমালা প্রণয়নকারী জরিপ অঞ্চলের সম্ভাব্য উত্তরদাতাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতন থাকলেই তাঁর পক্ষে প্রশ্ন তৈরির ক্ষেত্রে সহজ বোধ্যতা এবং সরলতা এ সকল বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ নিশ্চিত করা সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ, সম্ভাব্য

উত্তরদাতা যদি সাধারণ লোক হন তাহলে তার জন্য প্রণীত প্রশ্নের ভাষা সাধাসিধে এবং সর্বজনীন হওয়া বাঞ্ছনীয়। অপরদিকে, উত্তরদাতা যদি উচ্চ শিক্ষিত এবং উচ্চ সামাজিক শ্রেণীভুক্ত হন সেক্ষেত্রে মানানসই ভাষায় প্রশ্ন তৈরি না করলে অতি সরলতা জনিত (Oversimplification) সমস্যার উদ্রেক হতে পারে এবং উত্তরদাতা সহযোগিতা প্রদানে কুণ্ঠাবোধ করতে পারেন।

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে প্রশ্ন তৈরির সময় কিভাবে অভিন্ন অর্থের ভিন্ন মানের শব্দ চয়ন করা যায় তার একটি উদাহরণ দেয়া হলোঃ

সাধারণ উত্তরদাতার ক্ষেত্রে	উচ্চশিক্ষিত উত্তরদাতার ক্ষেত্রে
Inform	Acquaint
Help	Assist
Think	Consider
Live	Reside
End	Terminate
Enough	Sufficient

সুতরাং সাধারণ সমগ্রক জরিপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রশ্নমালা তৈরিতে সহজতম শব্দসমূহের ব্যবহার করা উচিত, যেন প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ সরাসরি উত্তরদাতার নিকট পৌঁছে যায়। যেমন, "আপনি কি মনে করেন"? এর পরিবর্তে "এটা কি আপনার মতামত"? এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত। অর্থাৎ, প্রশ্ন পরিস্কারভাবে জিজ্ঞাসা করা উচিত এবং প্রশ্ন নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।

প্রশ্নে ব্যবহৃত শব্দ উত্তরদাতার নিকট পরিস্কার হওয়া উচিত এবং সর্বোতভাবে প্রশ্নে দুর্বোধ্য শব্দের ব্যবহার পরিহার করা উচিত। যেমন যাতায়াতের বাহন ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ ধরনের দ্ব্যর্থক শব্দের ব্যবহার দুর্বোধ্যতার উদ্রেক করে। "আপনি কি 'রেল' এবং 'বাসে' ভ্রমণ পছন্দ করেন"? এক্ষেত্রে উত্তরদাতা কর্তৃক একটি উত্তরের মাধ্যমে একটিকে পছন্দ ও অপরটিকে অপছন্দ করা বুঝানো সম্ভব নয়। সুতরাং সরাসরি এবং নির্ভুল উত্তর পেতে হলে উপরোক্ত প্রশ্নটিকে দুভাগে ভাগ করে সহজভাবে জিজ্ঞাসা করা উচিত।

কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশ্ন উত্তরদাতার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অথবা উত্তরদাতার জন্য বিব্রতকর হতে পারে। এরূপ কোন ব্যাপারে উত্তরদাতাকে সরাসরি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে অপ্রত্যক্ষ প্রশ্ন রেখে তার মতামত জেনে নেয়া যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, "কোন কোন মহিলা এই বিশেষ ব্রান্ডের বক্ষ–বন্ধনী ব্যবহার করতে অস্বস্তিবোধ করেন, এতে তাদের কি ধরনের অসুবিধা হচ্ছে আপনার কোন ধারণা আছে কি"? এ ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার দুটি উদ্দেশ্য থাকতে পারেঃ (ক) বিশেষ দ্রব্যটি সম্পর্কে

উত্তরদাতাকে সমালোচনা করতে উৎসাহিত করা এবং (খ) একটি ব্যক্তিগত ব্যাপারে তাকে মতামত প্রদানে উৎসাহিত করা। উভয় ক্ষেত্রেই প্রশ্নটি সরাসরি না করে, নৈর্ব্যক্তিকভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে।

নৈর্ব্যক্তিক বা অপ্রত্যক্ষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে এমন সব বিষয়ে উত্তরদাতার মতামত সংগ্রহ করা সম্ভব যেগুলো সম্পর্কে উত্তর প্রদানকে তিনি অসম্মানজনক বলে বিবেচিত করে থাকেন অথবা তার সামাজিক পদমর্যাদার সংগে অসংগতিপূর্ণ বলে ভেবে থাকেন। তবে প্রশ্নের ধরণ পরিবর্তন ছাড়াও অনেক গবেষক[২] মনে করেন এ ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পূর্বে উত্তরদাতার সংগে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করে তার আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রশ্নের ক্রমধারা এবং বিন্যাস
(Question Order or Sequence)

প্রত্যেক গবেষককেই প্রশ্নমালার গঠন ও ধরণ নির্বিশেষে প্রশ্নের একটি সুনির্দিষ্ট ক্রমধারার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। কেননা, কি ক্রমধারায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তার উপর প্রাপ্ত উত্তরের হার এবং গুণাগুণ অনেকাংশে নির্ভরশীল[৩]। সুতরাং সম্পূর্ণ প্রশ্নমালাটিকে একটি সুবিন্যস্ত রূপ দেয়ার জন্য প্রতিটি প্রশ্নের ক্রমধারাকে পূর্ব পরিকল্পিত হতে হবে, যেমন

(ক) উত্তরদাতা অপেক্ষাকৃত বেশী স্বাচ্ছন্দ্যের সংগে প্রশ্নের উত্তর প্রদান শুরু করতে পারেন,

(খ) প্রশ্নমালায় অন্তর্ভুক্ত এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে সহজে উত্তরণ ঘটে, এবং

(গ) পূর্ণ সাক্ষাৎকারের একটি কাঙ্খিত এবং ফলপ্রসূ সমাপ্তি টানা যায়।

একটি প্রশ্নমালার অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নসমূহ এবং বিভিন্ন বিষয়বস্তুর একটি যুক্তিসংগত ক্রমধারা বজায় রাখতে সাধারণভাবে যে সকল নিয়মাবলী মেনে চলা হয়, সেগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) প্রথম প্রশ্ন এমনভাবে প্রণয়ন করা উচিত যেন উত্তরদাতা উত্তরপ্রদানে উৎসাহ এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। বিব্রত বা বিরক্তি উদ্রেক করতে পারে এ ধরনের প্রশ্ন যথা সম্ভব এড়িয়ে প্রথমে খুব সাধারণ ও উৎসাহব্যাঞ্জক প্রশ্ন রাখা উচিত যেন উত্তরদাতা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর মধ্যে একটি সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

(খ) প্রশ্নের ধারাবাহিকতা যুক্তিপূর্ণ হওয়া উচিত এবং এক বিষয় থেকে অণ্য বিষয়ের আলোচনায় যাবার প্রক্রিয়া এমন হওয়া উচিত যেন উত্তরদাতা

বিভিন্ন প্রশ্ন এবং উহাদের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু সমূহের মধ্যে একটি সম্পর্ক খুঁজে পান।

(গ) সাধারণত একটু বিস্তৃত (Broad) বিষয়াদি আলোচনার মাধ্যমে শুরু করে ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট বা সূক্ষ্ম (specific) বিষয়াদির আলোচনায় প্রবেশ করা উচিত। যেমন, ক্ষমতাসীন সরকারের সার্বিক কৃতিত্ব বা সাফল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসার পর বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন উৎপাদন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) এর অবদান ও দক্ষতার প্রশ্ন উত্থাপিত হলে উত্তরদাতা অপেক্ষাকৃত বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন এবং সহযোগিতা করতে উৎসাহ বোধ করবেন।

(ঘ) সর্বশেষে, প্রশ্নমালায় জরিপের উদ্দেশ্যের সংগে মিল রেখে স্থানীয় অবস্থা যাচাই করে এবং উত্তরদাতার সহযোগিতার মনোভাব পরীক্ষা করে অগ্রসর হওয়া উচিত। সহজ, উৎসাহ-ব্যাঞ্জক এবং সাবলীল প্রশ্ন দিয়ে শুরু করে যতটা সম্ভব সংবেদনশীল বিষয়াদির আলোচনা শেষের দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত।

খোলা এবং ছকবদ্ধ (পূর্ব সংকেতবদ্ধ) প্রশ্ন
(Open and Pre-Coded Questions)

প্রশ্ন খোলা এবং ছকবদ্ধ, উভয় প্রকার হতে পারে। খোলা প্রশ্নের ক্ষেত্রে উত্তরদাতা যেভাবে চান সেভাবেই তিনি উত্তর দিতে পারেন এবং সম্পূর্ণভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী কর্তৃক এই উত্তর লিপিবদ্ধ করা হয়। উত্তরের ধরণ, গঠন, আয়তন, বিস্তৃতি ইত্যাদি সমস্ত কিছুই খোলা প্রশ্নের ক্ষেত্রে উত্তরদাতার উপর নির্ভরশীল থাকে।

কিন্তু ছকবদ্ধ প্রশ্নে দুই বা ততোধিক বিকল্প উত্তরের ভিতর উত্তরদাতাকে একটি মনোনয়ণ করতে হয়। বিকল্প উত্তরগুলো পড়া হয় অথবা প্রশ্নে ঢুকানো হয়। উদাহরণ স্বরূপঃ "আপনি নিম্নোক্ত কোন ব্রান্ডের সিগারেট সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন?"

ক্যাপস্টান	১
ব্রিস্টল	২
স্টার	৩
গোল্ড লিফ	৪
গোল্ড ফ্লেইক	৫

এখানে উত্তরদাতা দেয়া উত্তরের যে কোন একটি বেছে নিতে পারেন।

খোলা এবং ছকবদ্ধ উভয় প্রকার প্রশ্নের সুবিধা–অসুবিধা রয়েছে। যেমন, ছকবদ্ধ প্রশ্ন তৈরির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো প্রশ্নমালা থেকে উত্তরগুলোকে সরাসরি পাঞ্চকার্ডে তোলা। এতে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ তুলনামূলকভাবে সহজ হয়। এতে সময় অপেক্ষাকৃত কম লাগে এবং সম্ভাব্য উত্তরসমূহ দেয়া থাকায় উত্তরদাতাও সহজে উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে কতিপয় অসুবিধাও রয়েছে। যেহেতু উত্তরদাতাকে জোর করে পূর্ব নির্ধারিত পছন্দসহ উত্তর বেছে নিতে প্রলুব্ধ অথবা বাধ্য করা হচ্ছে, সেহেতু উত্তর প্রদানে পক্ষপাতিত্ব (Bias) দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে উত্তরদাতা যে সব বিষয়ে মোটেই চিন্তা–ভাবনা করেন নাই এবং যে সব বিষয়ে সঠিক উত্তর পূর্ব নির্ধারণ করা সহজ নয় সে সব ক্ষেত্রে ভুল–ত্রুটি বা পক্ষপাতিত্ব জনক সমস্যার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে পারে।

অপরদিকে অনেক ক্ষেত্রে ছকবদ্ধ প্রশ্নের তুলনায় খোলা প্রশ্নের অনেক সুবিধা রয়েছে। উত্তরদাতাকে জোর পূর্বক পূর্ব নির্ধারিত উত্তর বেছে নিতে বাধ্য করা হয় না। তিনি তার নিজস্ব বিচার–বিবেচনা করে নিজ ভাষায় যত খুশী বিশদভাবে উত্তর দিতে পারেন, যা সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। এক্ষেত্রে উত্তর ভুল–ত্রুটি থাকলে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় তা সংশোধন করে নেয়া যায়। খোলা প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রথম অসুবিধা হলো তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সময় সাপেক্ষ হয় এবং উত্তরদাতা প্রশ্নোত্তরকালে বিকল্প উত্তর সম্পর্কে চিন্তা করেন না (যা ছকবদ্ধ প্রশ্নে সম্ভব)। কিন্তু উত্তর স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মন থেকেই আসে।

যদিও সাধারণত তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সুবিধার দিকটি বিবেচনা করেই অনেক জরিপে ছকবদ্ধ প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়, সেক্ষেত্রে প্রদত্ত উত্তরে ভুল–ত্রুটির ব্যাপারটি সুবিবেচিত না হওয়ায় ফলাফলের যথার্থতা আশানুরূপ গুরুত্ব পায় না। তবে যে সকল জরিপে উত্তরদাতার চিন্তা প্রসূত উত্তর গবেষণার ফলাফলকে অপেক্ষাকৃত বেশী প্রভাবিত করার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে খোলা প্রশ্নের ব্যবহার অধিকতর বাঞ্ছনীয় হতে পারে।[৪] সর্বশেষে, আর্থ–সামাজিক জরিপের জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়নের অতিরিক্ত আরও যে দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ প্রয়োজন তা হলো প্রশ্নমালার পূর্ব পরীক্ষা (Pilot Testing) এবং নির্দেশাবলী (Instructions) প্রণয়ন। জরিপ এলাকার মতো একটি এলাকায় অগ্রবর্তী জরিপ চালালে প্রণীত প্রশ্নমালার কার্যকারীতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। প্রশ্নমালা কি অতিরিক্ত দীর্ঘ? সাক্ষাৎকার গ্রহণে কতটা সময় প্রয়োজন? কোন প্রশ্ন কি সমস্যার সৃষ্টি করছে এবং উত্তরদাতা কোন প্রশ্নের ব্যাপারে বিব্রত বোধ করছেন? ইত্যাদি বহু প্রশ্নের জওয়াব পাওয়া যায়। ফলে চূড়ান্ত জরিপ পরিচালনার কাজ বাস্তব–ভিত্তিক, সহজতর এবং অধিকতর ফলপ্রসূ হয়।

যে কোন প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ব্যবহৃত হোক অথবা ডাকযোগে উত্তরদাতার নিকট পাঠানো হোক, উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিটি প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী অথবা উত্তরদাতার নিকট স্পষ্টভাবে বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন। এজন্য জরিপ পরিচালনাকারী যতটা সম্ভব সহজ এবং সরল ভাষায় তৈরি এবং প্রেরিত নির্দেশাবলীর মাধ্যমে প্রতিটি প্রশ্নের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর একট সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উত্তদাতা/সাক্ষাতকার গ্রহণকারীর জন্য প্রণয়ন করবেন।

মন্তব্য

যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি কার্যকর প্রশ্নমালা প্রণয়নের প্রচেষ্টা বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়। এমনকি যদিও এ পর্যন্ত বর্ণিত সকল নীতিমালাই পরিপূর্ণভাবে অনুসৃত হয় তথাপি কোন না কোন সমস্যা থেকেই যায়। একথা অনস্বীকার্য যে, প্রায় প্রত্যেক গবেষকই অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ ভাষা ব্যবহার করে একটি সুন্দর প্রশ্নমালা প্রণয়নে সচেষ্ট হন যেখানে ধারণা বা বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোন অস্পষ্টতা থাকবে না। এরূপ সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করেও দেখা যায় প্রতিটি প্রশ্ন তৈরির ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণভাবে সম্ভাব্য সকল প্রকার ত্রুটি এড়াতে সক্ষম হননি।

এক্ষেত্রে সর্বাধিক সফলতা নিশ্চিত করার উৎকৃষ্ট প্রক্রিয়া হচ্ছে পূর্ব–পরীক্ষা পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ। কেননা, পূর্ব–পরীক্ষণের মাধ্যমে জানা যায় প্রণীত প্রশ্নসমূহ গবেষণার উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হবে কিনা, প্রশ্ন সমূহ উত্তরদাতার জ্ঞানের পরিধির সংগে সংগতিপূর্ণ কিনা এবং কাঙ্খিত তথ্যাবলী প্রদানে তার মতামত ও সামর্থ্য রয়েছে কিনা। অর্থাৎ পূর্ব–পরীক্ষণের মাধ্যমে একটি কার্যকর প্রশ্নমালা প্রণয়নের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্যভাবে ফলপ্রসূ হয় এবং গবেষণার ঈপ্সিত ফল লাভে সহায়ক হয়।

তথ্য নির্দেশ

১. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য উৎসাহী পাঠকবর্গকে, সৈয়দ আলী নকী, *সমাজ বিজ্ঞানে পরিসংখ্যান পদ্ধতি,* (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮)। পৃঃ ১৬৬–১৬৮, পাঠ করতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

২. সৈয়দ আলী নকী, *আর্থ–সামাজিক জরিপ পদ্ধতি নির্দেশিকা,* (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১৯৮৭।) পৃ নং ৩৩–৩৪।

৩. Earl R, Babbie, *The Practice of Social Research?* (Wadsworth Publishing Company, California, 1986.) Fourth Edition.

৪. খোলা ও ছকবদ্ধ প্রশ্নমালার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন D. Freedman, এবং E. Muller, *Multi Purpose Household Questionnaire: Basic Economic and Development Models,* (1977.)

গ্রন্থপঞ্জী

C. A. Moser, and Kalton, G., *Survey Methods in Social Investigation,* (Heinman, London, 1971.)

S. L. B., Payne, *The Art of Asking Questions,* (Princeton: Princeton University Press, 1951.)

R. L. Kahn and C. F. Cannell *The Dynamics of Interviewing: Theory, Technique and Cases.*